গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির ফেব্রুয়ারি, ২০২২-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ মোকাব্বির হোসেন সচিব
সভার তারিখ	০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২
সভার সময়	সকাল : ০৯.৩০টা
স্থান	জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। এরপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন। অতপরঃ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন।

২। বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ:

ক্রম	আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
২.১	**জানুয়ারি, ২০২২-এর সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।**	জানুযারি, ২০২২-এর সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।
২.২	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরঃ**		

নির্দেশনা-১ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): আন্ত:সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে, মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'Modernisation of DNC' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।	১)আন্ত:সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে, কতগুলো অভিযান পরিচালনা করা হবে তার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে অভিযান পরিচালনা করা যাবে না, যখন যেখানে প্রয়োজন সেখানেই তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ২) মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার, এবং যে সকল জায়গায় জনসমাগম বেশি যেমন, রেল স্টেশন, গুরুত্বপূর্ণ মোড় ইত্যাদি স্থানে সাইনবোর্ড, এলইডি বিলবোর্ড স্থাপন ও টিভি ফিলার প্রদর্শন ইত্যাদি প্রচারণামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; একই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী শ্রেণিবক্তৃতা, মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে শর্টফিল্ম বা ছোট ভিডিও ক্লিপস প্রদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে; ৩)জনসচেতনতা সৃষ্টি করে মাদকের চাহিদা হ্রাস, আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থাকে যুক্ত করে দেশে মাদকের প্রবাহ রোধ করে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতি কমাতে আসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে আরো কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে; ৪)মাদক গ্রহণের ফলে মানব দেহে মাদকের প্রভাব ও এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে; বিশেষ করে, কিডনী, হার্ট, স্মৃতিশক্তি ও মানুষের জীবনীশক্তি ইত্যাদি নষ্ট করে; এসকল কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন আয়োজন রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-২ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করা ও পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময়	১)Modernisation of DNC প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে, পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠেয় মার্চ, ২০২২-এর সভার পূর্বেই যেন ডিপিপি সংশোধন করে প্রেরণ করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে; ৩)৪টি বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহী	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**

	কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে।	বিভাগে টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পের ৩য় তলার ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ৪)৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ৫)ডোপটেস্ট প্রকল্প-এর ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে; ৬)বৃহত্তর জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার ডিপিপি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ৭)ডোপটেস্ট বিধিমালা, ২০২১ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২১ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ৮)বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শনকালে নিরাময় কেন্দ্রের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী চিকিৎসকসহ যে জনবল থাকার কথা তা আছে কিনা, সিসি ক্যামেরাসহ ভৌত অবকাঠামো এবং একই লাইসেন্সে দুটি নিরাময় কেন্দ্র চালানো হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয় যথাযথভাবে যাচাই অব্যাহত রাখতে হবে; ৯)মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনের বেলায় নিরাময় কেন্দ্র যেন কোন ক্রমেই জেলা সদরের অভ্যন্তরে না হয়, এগুলো যেন শহর থেকে অপেক্ষাকৃত বাইরের কোন স্থানে স্থাপন করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে; ১০)বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে অনুমোদিত চেকলিষ্ট মোতাবেক লাইসেন্স পাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হলেই কেবল মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি

		বিবেচনা করতে হবে।	
	নির্দেশনা-৩ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।	১)মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণকল্পে জমি অধিগ্রহণের সকল আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা):সোনাপাচার/মাদক/অস্ত্র/শিশু ও মানবপাচারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। নভেম্বর, ২০২১ হতে জানুয়ারি, ২০২২-এর অভিযান নিম্নরূপ: মাসের নাম — অভিযান সংখ্যা নভেম্বর, ২০২১ — ৭,৯৪৩ ডিসেম্বর, ২০২১ — ৮,৪৮০ জানুয়ারি, ২০২২ — ৯,১৫১ মোট = — ২৫,৫৭৪	১)সিসাবারসহ মাদকের বিরুদ্ধে টাস্কফোর্সের অভিযান ও গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে; ২)যেসব সিসাবার বন্ধ আছে মর্মে জানানো হয়েছে, তা আদৌ বন্ধ আছে কি না তা পরিদর্শনপূর্বক আগামী ৭ দিনের মধ্যে সচিব বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/** **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৫ (তারিখ ০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা): এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদকদ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনতে হবে। ● অনুসরণ করা হচ্ছে।	১)মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ আকর্ষিক পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে, লাইসেন্স প্রদানের শর্ত অনুযায়ী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সাপোর্টসহ চিকিৎসা প্রদানের সক্ষমতার বিষয়ে পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৬ (তারিখ ০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা): ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।- মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান, বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমার-এর মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সভা আহ্বানের জন্য ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১)মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক একইভাবে ডিসিডিএম পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখতে হবে এবং সভা অনুষ্ঠানের সংগে সংগেই কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান**
২.৩	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরঃ**		
	নির্দেশনা-১ (তারিখ-২০.০১.২০১৯ স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।- প্রকল্পটির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে ১৫.১১.২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুর্নগঠন করে ১১.০১.২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রধান ।**

নির্দেশনা-২(তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই সেটি চালু করা যায়। • দেশের উত্তারাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প’র ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ চলমান। • দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৬১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ চলমান। • ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরে চলমান। • এছাড়া চলমান ১৫৬ প্রকল্প ও ২৫ প্রকল্প থেকে বাদ পড়া ২০টি এবং নতুন অন্তর্ভুক্ত ৯টিসহ সর্বমোট ৩১টি ফায়ার স্টেশন-এর জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প প্রণয়নের কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরে চলমান ।	১)দেশের উত্তারাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প’র ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ২)দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৬১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৩)ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৪)চলমান ১৫৬ প্রকল্প ও ২৫ প্রকল্প থেকে বাদ পড়া ২০টি এবং নতুন অন্তর্ভুক্ত ৯টিসহ সর্বমোট ৩১টি ফায়ার স্টেশন-এর জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প প্রণয়ন কাজ দ্রুত সমাপ্তের লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ৫)চলমান প্রকল্পে যে সকল উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণ কাজ চলমান আছে তা বাদ দিয়ে কোন কোন উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণ বাকী থাকবে তার তালিকা প্রস্তুতপূর্বক জরুরিভিত্তিতে সচিব, সচিব বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রধান ।**

নির্দেশনা-৩(তারিখ-২০.০১.২০১৯):স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। ¸প্রস্তাবিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি' অধিগ্রহণকৃত ১০০.৯২ একর জমি গত ০৯.১১.২০২১ তারিখে মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসক কার্যালয় কর্তৃক এ অধিদপ্তরের অনুকূলে হস্তান্তর গ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ¸প্রকল্পের ডিপিপি ও সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibity Study) করার জন্য ১৫.১২.২০২১ তারিখে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে।	১)ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibity Study) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রধান ।**
নির্দেশনা-৪ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে (আংশিক বাস্তবায়িত)। ● আংশিক বাস্তবায়িত। ● অন্যান্য কার্যক্রম চলমান।	১)ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৫ (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ● ডিপিপি পুনর্গঠন চলমান ● যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিস্ফোরক অধিদপ্তর ও বিআরটিএ বরাবর ১৫.১২.২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ● পুরাতন গাড়ির ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার যেন পুনরায় ব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে।	১)ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ২)বিস্ফোরক পরিদপ্তর এবং বিআরটিএসহ সংশ্লিষ্ট অন্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগপূর্বক দ্রুত সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ৩)যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিস্ফোরক অধিদপ্তর ও বিআরটিএ-এর সাথে একটি সভা করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ৪)পুরাতন গাড়ির ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার যেন পুনরায় ব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

নির্দেশনা-৬ (তারিখ-১৩.০৩.২০১৪) স্থান: রমনা, ঢাকা-১০, ঢাকা: নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১)দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে যে সকল ইক্যুইপম্যান্ট সরবরাহ করা হয়, একই ইক্যুইপম্যান্ট যেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক সংগ্রহ করা না হয়, সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (ফেইজ-২) প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২)ফায়ার সার্ভিসের জন্য যেন Need Based যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয় করা হয় সে বিষয়ে বিনির্দেশ প্রস্তুত ও প্রেরণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৭(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫) স্থান: রমনা, ঢাকা-১০, ঢাকা: বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ।	১)ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণের বেলায় কোন কোন জেলায় জরুরিভিত্তিতে ডুবুরি প্রয়োজন তা আগামী ১ মাসের মধ্যে ম্যাপিং করে অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতপূর্বক ডুবুরি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। ২)ডুবুরি পদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃজনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-১ (তারিখ-১৭.০৪.২০১১) স্থান: মুজিবনগর, মেহেরপুর: মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন (বামুন্দী-গাংনী ও মেহেরপুর: বাস্তবায়িত)। ● মুজিবনগর ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	১)মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে;	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

প্রতিশ্রুতি-২ (তারিখ-০৯.০৪.২০১১, স্থান-সিরাজগঞ্জ সদর: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, তাড়াশ ও কামারখন্দ উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। (তাড়াশ ও কামারখন্দ-বাস্তবায়িত)। ● জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ এর চাহিত ১,১৮,২২,৭৩৮/৪০ (১ কোটি ১৮ লক্ষ ২২ হাজার ৭৩৮ টাকা ৪০ পয়সা) টাকা পরিশোধ করা হয়। ● উক্ত জমিতে মহামান্য হাইকোর্টে ১৪৬/২০১৩ এফএম মামলা চলমান থাকায় হস্তান্তর কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।	১)চৌহালী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মামলার কার্যক্রম দ্রুত নিস্পত্তি করার যথোপযুক্ত উদ্দ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৩(তারিখ-৩১.০৩.২০১১)স্থান: ময়মনসিংহ সদর: ত্রিশাল, নান্দাইল ও গৌরিপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে হবে (ত্রিশাল ও নান্দাইল-বাস্তবায়িত)।– পূর্তকাজ ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	১)গৌরিপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশনটি উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৪:সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। ● ধর্মপাশার পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে ● দোয়ারাবাজার ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ● তাহিরপুর ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	১)ধর্মপাশা, দোয়ারা বাজার ও তাহিরপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্টেশনগুলো দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৫ (তারিখ-০৬.০৫.২০১০) স্থান:বরগুনা সদর: বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন-[বেতাগী ও বামনা-বাস্তবায়িত]।	১) বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্টেশনটি চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
● **প্রতিশ্রুতি-৬ (তারিখ-২৭.০৪.২০১০) স্থান:চাদঁপুর সদর: চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন (মতলব দক্ষিণ-বাস্তবায়িত)।**	১)চাঁদপুর জেলার মতলব (উত্তর) ও ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৭ (তারিখ-০৬.০৩.২০১০) স্থান: কুড়িগ্রাম সদর:কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে হবে। (রৌমারী, রাজারহাট ও ফুলবাড়ী-বাস্তবায়িত)।	১)ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজিবপুর ফায়ার স্টেশন নির্মাণের আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্টেশনগুলো চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে; ২)ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য বিকল্প জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৮(তারিখ-০৩.০৫.২০০৯)স্থান: টুঙ্গিপাড়া-৩: টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, মুকসুদপুর ও কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশন এর পুর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপন করতে হবে। (টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া ও মুকসুদপুর-বাস্তবায়িত।	১)গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশন নির্মাণের আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৪	**কারা অধিদপ্তর :**		

নির্দেশনা-১(তারিখ-২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • ১৪ জন অচল, অক্ষম ও দীর্ঘদিন জটিল এবং গুরুতর দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত বন্দির মুক্তির প্রস্তাব সর্বশেষ ০৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়। • ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে। ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে। • খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৬.১২.২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। • কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি ১০%। আইএমইডি কর্তৃক মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মপরিকল্পনা ও প্রকল্প পরিচালকের প্রত্যয়ন প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে। • কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী প্রকল্প-(জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২১)-এর মেয়াদ জুন, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ বিভাগ হতে উক্ত ডিপিপি ২৬.১২.২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। • জামালপুর জেলা কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্পের নির্মাণকাজ চলমান। সার্বিক অগ্রগতি ১.৫০%। • নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৮%।	১)কারা অধিদপ্তর থেকে অচল, অক্ষম, দীর্ঘদিন যাবৎ জটিল এবং গুরুতর দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত বন্দিদের মুক্তির বিষয়ে প্রাপ্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; ২)ময়মনসিংহ ও খুলনা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর নির্মাণকাজের অবশিষ্ট কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; ৩)কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী-এর অবশিষ্ট কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ৪)জামালপুর, কুমিল্লা, নরসিংদী জেলা কারাগার পুননির্মাণ প্রকল্প-এর বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। প্রকল্পসমূহের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-২ (তারিখ: ২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। • অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ি ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন’ শীর্ষক প্রকল্পে ৬৮টি আ্যাম্বুলেন্স-এর সংস্থান রাখা হয়েছে। • ডিপিপি সংশোধন করে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	১)কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ডিপিপি প্রণয়ন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৩ (তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।-ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য Proposal for Feasibility Study (PFS) নামক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	১)পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চূড়ান্ত করে এ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

নির্দেশনা-৪ (তারিখ: ২০.০১.২০১৯,স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ¸কারা হাসপাতালসমূহে সার্বক্ষণিকভাবে শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল নিয়োগের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে একটি সমজোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করার প্রয়াজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য কারা অধিদপ্তর হতে ০৯.১১.২০২১ তারিখে এ বিভাগ-কে অনুরোধ করা হয়েছে।	১)কারা হাসপাতালসমূহে সার্বক্ষণিকভাবে শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল নিয়োগের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে একটি সমজোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২)মেডিকেল ইউনিট গঠনের বিষয়ের বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি অতিরিক্ত সচিব (কারা অনুবিভাগ) কর্তৃক সচিব-এর নিকট উপস্থাপন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৫(তারিখ: ০৭.০৫.২০১৫) স্থান: রমনা, ঢাকা:বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদন্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। ¸২,২৪৩টি মামলায় মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দির সংখ্যা বর্তমানে ২,০৫০ জন (০১.০১.২০২২)। ¸অ্যাপিলেট ডিভিশনের মামলাগুলোর অগ্রগতি সর্ম্পকে এ্যাটর্নি জেনারেল-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	১)উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে এ বিভাগ হতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/কমিটি**

নির্দেশনা-৬(তারিখ:২৩.১২.২০১৪,স্থান:গাজীপুর সদর): কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন, ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ। (আংশিক বাস্তবায়িত।)- ● পুরাতন মসজিদটি অপসারণ করা হয়েছে এবং অস্থায়ী মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন মসজিদ এবং চক কমপ্লেক্স-এর নির্মাণকাজ চলমান। ● জোন-‘এ’-এর মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স-এর নকশা গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের ভেটিং-এর জন্য ১০.১১.২০২১ তারিখে এবং জোন-‘সি’-এর অধীন সাবজোন-১ (ওয়ার্কসপ), সাবজোন-২ (কারা উদ্যান) ও সাবজোন-৩ (কনডেম সেল ও ফাঁসির মঞ্চ)-এর Bill of Quantitty (BOQ) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ভেটিং-এর জন্য ০২.০৯.২০২১ তারিখে গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ● জোন-‘সি’-এর অন্তর্ভুক্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর-এর আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং ও ডিজাইন টেকনিক্যাল সাব-কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত করা হয়েছে।	১)গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স-এর নকশা’র ভেটিংসহ এতদসংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ২)পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদন করতে হবে;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক।**
নির্দেশনা-৭(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫-স্থান:রমনা, ঢাকা: কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান।	১)কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৮ (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫ স্থান: রমনা, ঢাকা: ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারাখানার জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে। *কম্বল ফ্যাক্টরি অপসারণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। (বাস্তবায়িত)। তবে, এদ্বিষয়ে একটি মামলা চলমান। ● কম্বল ফ্যাক্টরি অপসারণ **(বাস্তবায়িত)**। ● সিভিল রিভিশন নং-২৪০৯/২০১৯-এর রায়ের বিরুদ্ধে ওয়ার্ম-মী উলেন মিলস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং-১১৯৯/২০২১ দায়ের করা হয়েছে। উক্ত মামলা ০৭.১১.২০২১ তারিখে শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। এ মামলা মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের ০৭.১১.২০২১ তারিখের নির্ধারিত কার্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।	১)মামলার কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিংসহ তদবিরের অভাবে মামলার যেন কোন ক্ষতি না হয় সে জন্য মনিটরিং/নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

প্রতিশ্রুতি-১(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫-স্থান-রমনা, ঢাকা: বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।	১)বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশ প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-২(তারিখ-১০.০৪.২০১৬-স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা:সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।	১)কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৩ (তারিখ-১০.০৪.২০১৬ স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা: কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে।	১)২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৪ (তারিখ: ১০.০৪.২০১৬-স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা: কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	১)কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে রুপান্তর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে:	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৫(তারিখ-১০.০৪.২০১৬-স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা: বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। -দেশের ৩০টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে জানুয়ারি, ২০২০ থেকে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত মোট ১৫ হাজার ৯৫৮ জন বন্দিকে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	১)কারাগারে আটক বন্দিদেরকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৬(তারিখ: ১০.০৪.২০১৬) স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা: কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণ করা হবে (আংশিক বাস্তবায়িত)।কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প। মেয়াদ-জুন,২০২২। অবশিষ্ট অংশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি-৬০%। ● কারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকায়নের জন্য ৫টি বিভাগে (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে) নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	১)কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য ৫টি (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) বিভাগে গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৭: কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	১)কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী)একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৮(তারিখ-১০.০৪.২০১৬-স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা:যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কারা বন্দিদেরকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবারের সাথে ফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।	১)কারাবন্দিদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার জন্য ভিডিও কনফারেন্স-এর সুবিধাসহ স্বজন লিংক স্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ২) নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে স্বজন লিংক স্থাপন করার সময় বন্দির সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফোন বুথের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৫	**ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :**		

	নির্দেশনা-১ (তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান: সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে। ● ই-টিপি রেভিনিউ বাজেট থেকে একটি ছোট প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায় কি-না সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ● বিশ্বব্যাপি কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিদেশস্থ ৮০টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ১১টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে; এছাড়া, ১. মানামা (বাহরাইন), ২. বাগদাদ (ইরাক), ৩.অটোয়া (কানাডা), ৪.টরেন্টো (কানাডা), ৫. কাঠমান্ডু (নেপাল), ৬.ফ্লোরিডা (যুক্তরাষ্ট্র), ৭. কুয়ালালামপুর (মালয়েশিয়া), ৮.সিংগাপুর (সিংগাপুর), ৯. ব্যাংকক (থাইল্যান্ড), ১০. হ্যানয় (ভিয়েতনাম), ১১.ত্রিপলি (লিবিয়া) ও ১২.মালে (মালদ্বীপ)-এ শীঘ্রই ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হবে। ● ২৮.১০.২০২১ তারিখে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে ভুমি বরাদ্দ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অফিস ভবন নির্মাণের জন্য শেরে বাংলা নগর-এর প্লট নম্বর এফ-১৪/বি-এর ০.১৬৫ একর জমি ১১.১০.২০২১ তারিখে ডিআইপি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। উক্ত জমির চারপাশে স্থায়ী সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য ০৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১)ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন এখনো সম্পন্ন হয়নি। এ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ২) বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; ৩)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণসহ এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগযোগ অব্যাহত রাখতে হবে ।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২(তারিখ-২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়): ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। ● কেরাণীগঞ্জে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক-এর পাশে নোয়াদ্দা বাগৈর মৌজার ব্যক্তি মালিকানাধীন ৫৮৬ শতক জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। ● জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র অধিদপ্তর হতে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর ২৯.০৭.২০২১ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। ● জেলা প্রশাসক, ঢাকা হতে চেক লিস্ট সংগ্রহ করে চাহিত সকল ডকুমেন্টস পুনরায় ৩১.০১.২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।	১)প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে জেলা প্রশাসক, ঢাকা-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**

৩। সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের সৃজনশীল কর্ম, মেধা, মননশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে যে বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

বাস্তবায়নে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০..০১৪.১৬.০০১.১৭.৫৫

তারিখ: ৩০ মাঘ ১৪২৮
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব